R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-৯, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯১ সাল
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ডাকে ১৪৲

যৌথ বীজতলা প্রকল্পের উদ্দেশ্য কার্যতঃ ব্যর্থ

কৃষি সংবাদদাতা : ভস্মে ঘি ঢালার মত এবার সাগরদীঘি ব্লকে যৌথ বীজতলার উদ্দেশ্য কার্যতঃ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির স্বার্থান্বেষী মহলের 'পাইয়ে দেওয়া' নীতি এর জন্য দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ এবার বর্ষার যা অবস্থা, আমন ধানের সম্ভাবনা যেরকম উজ্জ্বল, তাতে অনায়াসেই এই প্রকল্প কার্যকর করা যেত। এর আসল উদ্দেশ্য সহজেই বাস্তবায়িত হয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত।

এক একর জমিতে যৌথ বীজতলা তৈরী করে সেই বীজ পঞ্চায়েতের তালিকা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বিলি করার উদ্দেশ্যে এবার সাগরদীঘি কৃষি বীজ খামার থেকে পঞ্চাশটি সি এন এস (কমিউনিটি নার্সারি স্কীম) এর বীজ বিলি করা হয়েছিল যথা সময়ে। প্রতিটি সি এন এস-এ ২০০ কেজি করে (এক একর বীজতলার জন্য) উন্নত জাতের উচ্চফলনশীল ধান বীজ সরবরাহ করা হয়েছিল বিনামূল্যে পঞ্চায়েতের তৈরী তালিকার হেডম্যানদের। তার মানে দশ টন ধান বীজ দেওয়া হয়েছিল ফসল ফলানোর জন্য। দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কৃষিকর্মীদের। কিন্তু তাঁরা যথাসময়ে খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন, একটিও বীজতলা হয়নি। সব ধানবীজ কোথাও ছয় কেজি করে, কোথাও পাঁচ কেজি করে বিলি করে দেওয়া হয়েছে। এক জায়গায় এক একর দূরের কথা, এক বিঘাও বীজতলা চোখে পড়েনি। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও ধান বীজ বিলি হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সেই গ্রাম পঞ্চায়েতে এই নিয়ে বেশ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। আর একটি গ্রাম পঞ্চায়েত আমনের এলাকা নয় তবুও সেখানে সি এন এস দিতে হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির তালিকা মোতাবেক। অথচ এক একর বীজতলার বীজে দশ একর হিসেবে ব্লকের এগারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চাশ জায়গায় পঞ্চাশটি সি এন এস এ পঞ্চাশ একর বীজতলার বীজে আমনের ৫০০ একর জমি রোয়া করা যেত। একরে কম করেও আঠার কুইন্টাল করে ৫০০ একরে ৯০০০ কুইন্টাল উচ্চফলনশীল ধানের ফলন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর ঘরে ঢুকতো। বাজারে যোগান বাড়তো। এতবড় একটা পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল স্বার্থান্বেষী মহলের দূরদৃষ্টির অভাবে। ব্যর্থতার সপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে, এক একর করে জমি শুধু বীজতলার জন্যে কোন চাষীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই ধানবীজ বিলি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা এই যুক্তি দেখাচ্ছেন, তাঁদের যুক্তি অযৌক্তিক না হলেও তাঁদের বোঝা উচিত ছিল দশ টন ধানবীজ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল ধান বিলির জন্য নয়—বীজতলা করে সেই বীজ বিলির জন্য। কাজেই 'পাইয়ে দেওয়া' নীতি পরিহার করে উপযুক্ত 'হেডম্যান'-দের নাম তালিকাভুক্ত করা উচিত ছিল। এ ব্যাপারে প্রগতিশীল চাষীদের বক্তব্য ভবিষ্যতে যৌথ বীজতলা প্রকল্প পঞ্চায়েতের হাতে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অন্যথায় চোখ কান বন্ধ করে সব কিছু সহ্য করা ছাড়া কৃষি দপ্তরের করার কিছুই নাই।

পুলিশী মাসোহারায় বে-আইনী হাসকিং

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকারকে হাজার হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার বাড়ালা এবং সাগরদীঘি থানার বাহাদীডাঙ্গা ও আথুয়া গ্রামে দুটি হাসকিং মিল চলছে দীর্ঘদিন ধরে। অভিযোগ, পুলিশকে মাসোহারা দিয়ে মিল দুটি চালানো হচ্ছে। বাড়ালা গ্রামে ওই বে-আইনী হাসকিংটি চালাচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্য। এ ব্যাপারে রঘুনাথগঞ্জ থানাকে বার বার জানালেও কোন ফল হয়নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত রেখেই বে-পরোয়াভাবে মিলটি চলছে। আথুয়া ও বাহাদীডাঙ্গা গ্রামের বে-আইনী হাসকিং দুটিও চালানো হচ্ছে একই ভাবে পুলিশকে পকেটে পুরে। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এ ব্যাপারে এস পি দুলাল বিশ্বাস ও ডি এম প্রদীপ ভট্টাচার্য্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এবং অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই মিল দুটি বে-আইনীভাবে চালানোর ফলে রাজ্য সরকারও মাসে মাসে প্রাপ্য হাজার হাজার টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রাতঃ বিভাগ খোলা হচ্ছে

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজ ছাত্র পরিষদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মঃ মুস্তাক মল্লিক জানাচ্ছেন, তাঁরা কলেজে ছাত্র ভর্তির সমস্যাসহ কতকগুলো দাবী নিয়ে দু'দফায় কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট এবং মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করেন এবং স্মারকলিপি পেশ করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর কলেজে পুনরায় প্রাতঃ বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ছাত্র পরিষদ সমগ্র ছাত্রদের পক্ষ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অফিসে ধর্মঘট

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ সেপ্টেম্বর—ষ্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সভাপতি কমল ত্রিবেদী জানান—'আজ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে তাঁদের সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত থেকে কাজ করেন। তবে এস ডি ও, পি ডবলু ডি, সেটেলমেন্ট ও এস ডি এইচ ও দপ্তরে তালা বন্ধ থাকায় আমাদের লোকেরা কাজে এসে ফিরে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করলে তিনি তদন্তের আশ্বাস দেন। রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির জঙ্গিপুর মহকুমা শাখার এক নেতা আট দফা দাবীর ভিত্তিতে এই ধর্মঘট সফলের দাবী রাখেন। এবং তাঁর সংস্থার সভ্যদের অভিনন্দন জানান।

বোরোর জন্য ধন্যবাদ

কৃষি সংবাদদাতা : অন্যান্য বছরের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে এ বছর রেকরড পরিমাণ বোরো ধান উৎপাদনের জন্য কৃষি অধিকর্তা বিষ্ণু মণ্ডল রাজ্যের কৃষক কৃষিকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিকদের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপক পত্রে তিনি লিখেছেন এ বছর রাজ্যে ৫২০·৩ হাজার হেকটর জমিতে বোরো ধান চাষ হয়েছিল। ফলন পাওয়া গেছে হেকটরে ২৫·৫৭ কুইন্টাল। মোট চাল উৎপাদন হয়েছে ১৩·৩০ লক্ষ টন। এবং এই উৎপাদনের রেকরড অন্যান্য বছরের রেকরডকে ম্লান করে দিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, পর পর দু'বছর খরার দরুণ জলস্তর নীচে নেমে যাওয়ায় এবার রাজ্য সরকার ডিপটিউবওয়েলগুলিতে বোরো চাষে বিধিনিষেধ আরোপ করেন। তা সত্ত্বেও চাষীরা ঝুঁকি নিয়ে শ্যালোতে বোরো চাষ করেন। ডিপটিউবওয়েলগুলিতে কিছু কিছু চাষ হয় সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে। যার ফলশ্রুতি আজকের এই সাফল্য এবং কৃষি অধিকর্তার ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

শিক্ষকদের অবসর গ্রহণ নিয়ে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর নির্দিষ্ট করে দিয়ে ঘোষিত সরকারী আদেশ কলকাতা হাইকোর্ট স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। ৩টি বিরোধী মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে বিচারপতি বি সি বসাকের আদালতে এ ব্যাপারে যে মামলা আনা হয় তার ভিত্তিতেই এই নিষেধাজ্ঞা। আদালত বংগীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিসহ ওই ৩টি সংগঠনের কোনো সদস্যকে অন্তর্বর্তী সময়ে ৬৫ বছরের আগে অবসর গ্রহণে বাধ্য না করাতেও রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৯১ সাল।

জনতার বিচার

উপনিষদে একটি গল্প আছে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কে বড় তাহা লইয়া একবার ঝগড়া শুরু হইয়া গেল। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে লাগিলে শুরু হইল পরীক্ষা। সকলেই নিজের নিজের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিল শরীরের বিশেষ ক্ষতি হইল না। তাহা দেখিয়া প্রাণ হাসিতে লাগিল। সে একটু মজা করিবার জন্য শরীর ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-সমূহ মৃত্যুর জ্বালা অনুভব করিল; তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া শরীর ছাড়িয়া না যাইবার জন্য প্রাণের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল।

বর্তমান ভারতবর্ষে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলা চলে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাণ কোটি কোটি নিরক্ষর, বুভুক্ষু, অসহায় জনসাধারণকে ভুলিয়া গিয়া কয়েকজন নেতার ধারণা জন্মাইয়াছে যে, তাঁহারাই সব। তাঁহাদের দলই সব। প্রতি বৎসর বন্যার করাল গ্রাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হইতেছেন. বর্ণবিদ্বেষের আগুনে দেশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে অদূরদর্শী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অশিক্ষার অন্ধকার বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, বেকারীর জ্বালায় লক্ষ লক্ষ যুবক পথভ্রষ্ট হইতেছে, লাইসেন্স নীতির ক্রটি-বিচ্যুতি এবং ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ সঙ্কটের দরুণ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণ ত্রাহি ত্রাহি রব তুলিতেছেন, অসামাজিক কাজকর্মের প্রতি ঝোঁক বাড়িতেছে, শাসনযন্ত্র ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হইয়াছে—আর আমাদের নেতারা পোশাকী আস্ফালন করিয়া নিজের নিজের শক্তি পরীক্ষায় মত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বিস্মৃত হইতেছেন যে, একদিন যে জনতার রায়ে তাঁহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই জনতার বিচারের সম্মুখীন তাঁহাদিগকে একদিন না একদিন হইতেই হইবে। জনতার বিচার বড় সূক্ষ্ম, নিষ্ঠুর এবং নির্মম।

ডাক দিয়েছো কোন সকালে

দুর্ম্মুখ

সত্যই এমন দিন ছিল যেদিন ডাক অর্থাৎ চিঠিপত্র সকালে সকালে পাওয়া যেতো। টেলিগ্রাম মানেই ছিল ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার। মানুষজন জানবার আগেই তাদের হাতে পৌঁছে যেত দূর থেকে আসা ডাক। আর এখন জানবার হয়ে যায় ডাকের চিঠি পেতে। মরার খবরের পাত্তা মেলে শ্রাদ্ধের পর। টেলিগ্রাম যা ডাকঘরের ভাষায় clear the line message তার লাইন ক্লিয়ার হতে হতে আপনার আয়ুর ক্লিয়ারেন্সের সময় ঘনিয়ে আসাও অস্বাভাবিক নয়। প্রিয়তমের যৌবনের চিঠি এসে যখন হাতে পৌঁছাবে ততদিনে বার্দ্ধক্যে আপনার চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে। তবে পাবেনই যে তাও বলা যায় না, নাও পেতে পারেন। অভিনারী চিঠি হারিয়ে যাওয়ার বর্ত্তমানের রেওয়াজ। ঐ অবস্থায় একে পৌঁছাতে ডাকবিভাগকে অনেকদিন ধরে রেওয়াজ করতে হয়েছে। স্বাধীন হবার পর ডাক বিভাগের উন্নতি হয়েছে নাকি অনেক। মাইলের মাথায় ডাকঘর, ঘরে ঘরে টেলিফোন (যদিও কনেকসন্ পেতে পেতে আপনি মায়া কাটিয়ে জগৎ থেকে ডিস্‌কনেক্টেড হয়ে যেতে পারেন), গ্রামে গ্রামে তার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এই যে চোখে দেখা উন্নতি একে অস্বীকার করতে তো আর পারবেন না মশায়। দেখুন না আমাদের এই গঞ্জে সর্ব্বসাকুল্যে দুটো ডাকঘরে চারটা কেরাণী আর গোটা চারেক পোষ্টম্যান, মেল পিওন শিবরাত্রির প্রদীপের মতো টিমটিম করতো আর এখন সেখানে এপার ওপার মিলে চার আর তিনে সাতটা ডাকঘর। তারমধ্যে আবার গঞ্জের পুরানো ডাকঘর প্রধান ডাকঘর হয়ে কর্ম্মচারীতে ঠাসবুনোন্ হয়ে আছে। আপনি হয়তো তবু তর্ক করবেন — আরে মশাই থামুন প্রধান হলো আর অপ্রধান হলো তাতে আমার আপনার কি? আপনি আমিতো বরং From Pan to Fire অবস্থায় পড়েছি। আগে লোকের অভাব থাকলেও পনের বিশ মিনিট মধ্যে কাজ পেতাম। এখন লোক বাড়ায় তাদের আসা যাওয়া গল্প করার পর কাজে বসতেই দশটার পর আধঘণ্টা নিদেন পক্ষে ফালতু লাগে। আরে মশায়, দশটায় অফিস খোলার কথা সে ঠিকই; কিন্তু ওতো কথার কথা। ওরাওতো কর্ম্মচারী, কাজ গুছিয়ে নিয়ে বসবে। তার আগে পরস্পরের সঙ্গে একটু রসরঙ্গের কথা কইবে না? এ আপনার কেমন আবদার। সাথে সাথেই আপনার গুমড়ো মুখের উত্তর —সবই তো বুঝি মশায় বারে বারে বলছেন প্রচুর কর্ম্মী। কিন্তু দুয়োর খোলার সময় গিয়ে দেখবেন তো? আমিতো মশায় পইপই করে এ জানলা ও জানলা ঘুরে কইকই করতে করতে আর সইতে না পেরে ভিতরে গেলাম প্রধানবাবুর কাছে। তিনি ডাক পাল। তিনি বহুকষ্টে ম্রিয়মান মুখটি তুলে চাইলেন আমার পানে। তাঁকে অভিযোগ জানাতে না জানাতেই সামনের একজন চোখ লাল করে বলে উঠলেন—ওঁকে কেন? যান্ না বিভাগীয় সহকারী ডাকপালদের কাছে। তাঁরাই যথেষ্ট। সব বিষয়ে যদি আপনারা একেবারে ছুটে ওঁর কাছে আসেন তাহলে উনিই বা করেন কি? সত্যইতো খুবই সত্যি ওঁর কথা। ভয়ে হোক ভক্তিতে হোক রিটার্ণ্যাক করে সহকারীর খোঁজে যাই। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোথায় সহকারী? শুনলাম তাঁরা সব বহরমপুরে বাসকারী। 'বাসে ক্যারী হয়ে আসেন। তাই বাস না এলে তারা আসবেন কি করে? শুনলাম তারাসব বাসে ক্যারী হয়ে এসে পৌঁছাবেন এগারটায় কিংবা বারোটায়। তাতে যদি আপনার আমার বারোটা বাজে করার কিছু নেই। ওই বারোটাকেই opening ধরে নিয়ে আসবেন মশায়' কয়েকজন বলেন—তার আগে নৈব নৈব চ! প্রশ্ন ছুঁড়ে দি পরবর্ত্তীতে ডাকপালকে জানালেন না কেন? হাসালেন মশায়—আবার তাঁর কাছে? তাঁর যা হাল দেখলাম, তিনিতো নিজেই নাজেহাল। তিনি পাঁকাল মাছ হয়ে বসে আছেন। তিনি জানেন এযুগে কাদা মাখতে নেই। এও জানেন এখন efficiency নির্ভর করে কাজের উপর নয় ম্যানেজের উপর। ম্যানেজ করতে গেলে ইউনিয়নের সভ্যদেরকে হাতে রাখতে হবে তাই অগত্যা প্যারিটি বজায় রাখতে সবাইকেই চ্যারিটি করতে হয়। সব দলের মাথাদিকে একটু আধটু স্পেশাল চোখে দেখতেই হয়। আপনি যদি এসব বুঝেও না বুঝে একেবারে আরো উপরে উঠে সুপার-এর শরণ নেন তবে সেখানে আরোও সুপার কথা শুনতে পাবেন। তাঁরা বলবেন — আরে মশায় আপনি কাজ পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না তার অভিযোগ করতে এসেছেন করুন, কিন্তু কে কখন অ সূছে যাচ্ছে তাতে আপনার কি? আশ্চর্য্য মশায়, জনগণের পয়সায় যারা পোষিত হচ্ছে জনগণ তাদের দ্বারা পোষিত কেন জানতে চাওয়া অপরাধ! এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা মশাই। কেন তারা ঠিকমত কাজ করছেন না জানার অধিকার নাই আপনার আমার! এ-দিকে সংবাদপত্র খুলুন দেখবেন মহাশয়দের বিবৃতি—জনগণের জীবনের মানোন্নয়নে দেশে ডাক ব্যবস্থার উন্নতির ফিরিস্তি। কিন্তু শুধু গতরে বাড়লেই কি উন্নয়ন হয়? ঠিকমত নজর না দেওয়ার ফল দেখুন, সংবাদপত্রেই পাবেন—অমুক ডাকঘরে এত টাকা তছরূপ, ডাকপাল সাময়িক ভাবে কর্ম্মচ্যুত, অনুসন্ধান চলছে। অর্থাৎ দেখা শোনার ত্রুটির ফলেই এই দুর্নীতি গেড়ে বসেছে। যাঁরা সুপারভাইজ করবেন তাঁরা যদি বারটায় অফিস আসেন আর চারটায় চলে যান। আর ঘনঘন ঘড়ি মেলান, তবে সুপার-ভাইজের অভাবে সর্ব্বত্র সুপার 'ভাইস' শিকড় গাড়বে এ তো জানা কথা। এ অবস্থায় যাঁরা (ঐ সব উপরওয়ালা কর্ত্তা ব্যক্তিরা) সজাগ হতে পারতেন তাঁরাও জানেন দিনগত পাপক্ষয় করাই ভালো। কেননা বেশি কড়া হলে ইউনিয়ন বাজির চাপে তাঁর বারটা বাজতে দেরি হবে না। অতএব তাঁরা সব বুঝে চুপচাপ সব দেখছেন আর নিশ্চিন্তে দিন গুজরান করছেন। আর আমরা যারা ডাক ঘরের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত তারা উপায়হীন দৃষ্টিতে এই অতি প্রিয়জনের গঙ্গাযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার আমার চিৎকারকে সব কর্ম্মকর্ত্তারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে যে যার নিজের আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত, আপনার আমার দিকে নজর দেবার ফুরসৎ কই তাদের?

ভাঙ্গা সেতুতে দুর্ঘটনা নিত্যদিন

নিজস্ব সংবাদদাতা: দুপাশের রেলিং ভেঙ্গে গিয়ে বৈকুণ্ঠপুর—রাজানগরের মধ্যেকার প্রধান সড়কের উপর একটি সেতু বিপদজনক হয়ে পড়েছে। এরফলে স্থানীয় মানুষজনের বিশেষ করে যানবাহন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে। ইতিমধ্যেই ওই সেতু থেকে পড়ে একাধিক গরুর গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে, জনাদশেক মানুষ আহত হয়েছেন। স্থানীয় গ্রামবাসীরা অবিলম্বে সেতুটির সংস্কারে জেলা-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন কারণ রাস্তাসহ ওই সেতুটির তত্ত্বাবধায়ক বহরমপুর জেলা পরিষদ বিভাগ।

॥ তিন্ন চোখে ॥

ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ যখন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হলেন তখন প্রখ্যাত দার্শনিক রাসেল মন্তব্য করেছিলেন : 'দর্শনশাস্ত্র আজ সম্মানিত।' দার্শনিক হিসাবে, একজন কৃতি শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র। তিনি তাঁর শিক্ষাদানের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে, ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে যে মূল্যবোধের পরিচয় দিয়ে গেছেন সেই মূল্যবোধের জগৎ থেকে আমরা বহু দূরে সরে এসেছি। এ চিত্র শুধু ভারতবর্ষের নয়—তাম'ম্ দুনিয়ার। রাসেলের ভাষায় : 'The modern world is sick with the trials and tribulations of life.'

প্রয়াত বিশ্ববন্দিত দার্শনিকের জন্মদিনকে, শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে। তাই স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আমরা এই পবিত্র দিনটিকে কি প্রকৃত মর্যাদা দিতে পেরেছি ? প্রশ্নটি শিক্ষা সমাজকে ঘিরে। উত্তরে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় শিক্ষা সমাজ এই দিনটির প্রকৃত মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। 'শিক্ষক দিবস'—এই দিনটিতে যদি শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরা, শিক্ষাবিদেরা আত্মসমীক্ষা করেন তাহলে দেখবেন মূল্যবোধের ঘরে বিরাট শূন্য জমা পড়েছে। বোধ হয় এই দিনটি আত্ম প্রবঞ্চনার দিন। আমার তাই মনে হবে।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্তি বিশেষের সর্বাঙ্গীণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতি সাধন। ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। আজ শিক্ষা শুধু 'কমলহীরের টুক্‌রো'—কোন আলোর বিচ্ছুরণ হচ্ছে না। শিক্ষাকে ঘিরে রাজনীতি। শিক্ষা আজ রাজনীতির বলিষ্ঠ হাতিয়ার। শিক্ষক সমাজ সরে এসেছেন মূল্যবোধের জগত থেকে। তাঁরা বিদ্যালয়ে গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে লিপ্ত। শিক্ষক — প্রধান শিক্ষক — শিক্ষিকা —প্রধান শিক্ষিকা—এঁরা সব বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ছেলে মেয়েরা গোষ্ঠিদ্বন্দ্বের শিকার হচ্ছে। পরীক্ষার ফলাফল, বিদ্যালয়ের উৎসব —অনুষ্ঠান—পঠন—পাঠন সব কিছু হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। এ চিত্র বড় বেদনাদায়ক।

আজ শিক্ষকসমাজকে একটি কথা বারবার বলতে শোনা যায় : ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার মান নিম্নগামী হয়ে পড়েছে।' অভিযোগটা অস্বীকার করছি না। তবে পড়াশোনার মান নিম্নগামী হওয়ার যেসব সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণ আছে তার সঙ্গে এই কারণটি অবশ্যই সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন সেটা হল শিক্ষকদের কর্তব্য-কর্মে উদাসীনতা। দায়িত্বশীল শিক্ষকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থা বড় বিপজ্জনক। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের দৃষ্টি পেকমিশনের পাতায়। সংবাদপত্রে বা বেতারের বেতন বৃদ্ধির সংবাদের প্রতি। শিক্ষকেরা জাতির মেরুদণ্ড। বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষকদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেছেন। তাঁদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা বেড়েছে —সে তুলনায় তাঁরা দেশের প্রতি, জাতি গঠনের প্রতি কর্তব্য কর্ম পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। দেশবাসী শিক্ষকদের অতীতের 'বুলো রামনাথ' হতে বলছেন না। শুধু তাঁদের প্রতি সাধারণ মানুষের সকাতর আর্তি তাঁরা যেন নিজেদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন।

মানুষ আজ সজাগ হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক — রাজনৈতিক চেতনা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। চিন্তা পরিশীলিত হয়েছে। তারা দরদী শিক্ষক-শিক্ষিকার মূল্যায়ন করতে শিখেছে। পরিস্থিতি বুঝতে শিখেছে। বিক্ষোভ সঞ্চিত হতে হতে এভাবেই বিদ্রোহের জন্ম হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র বিপ্লব ঘটে গেলে অবাক হবার কিছু নাই। ইতিহাস তাই বলে।

তাই ভাবি রাধাকৃষ্ণাণ তাঁর দার্শনিকতত্ত্ব নিয়ে নিজ পরিমণ্ডলে অবস্থান করুন। তাঁকে অন্যলোক থেকে টানাটানি করে লাভ কি ? 'শিক্ষক দিবস' পালন করে শুধু শুধু আত্মগ্লানি অনুভব করে কষ্ট পাবার কোন প্রয়োজন নাই।

মণি সেন

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

অফিস লীগ ফুটবল

সাগরদীঘি, ৫ সেপ্টেম্বর—আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে সাগরদীঘি হাইস্কুল ময়দানে ব্লকের অফিস লীগ ফুটবল শুরু হচ্ছে। সরকারী সূত্রে এ খবর জানা গেছে। ব্যাঙ্ক, থানা, ব্লক, ইলেকট্রিক সাপ্লাই, সেটেলমেণ্ট, এগরিকালচার প্রভৃতি অফিসগুলি এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে বলে জানানো হয়েছে।

শ্রমিক সভায় বি জে পির নিন্দা

ধুলিয়ান : সম্প্রতি সামসেরগঞ্জ থানার সম্মুখস্থ ময়দানে ফরওয়ার্ড ব্লকের টি ইউ সি সি অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন সমূহের শ্রমিকদের উপর তাদের ভাষায় 'বি জে পি' কর্তৃক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ, মস্তানী ও গুণ্ডামির প্রতিবাদে বিকেলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ফঃ ব্লক নেতা সুজিত মুন্সী এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক এম এল এ শ্রীমতী ছায়া ঘোষ। শ্রমিক নেতা তরুণ সেন ও সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ হোসেন—বি জে পির হঠকারিতামূলক কার্যকলাপ এবং গুণ্ডামী ও মস্তানীর তীব্র নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মির্জাপুর : গত ২৭, ২৮ ও ২৯ আগষ্ট স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক তর্জা গানের অনুষ্ঠান ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। হাজার দুয়েক লোক অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

মহিলা ফুটবল

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২ সেপ্টেম্বর স্থানীয় অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের ২৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অঙ্গ হিসাবে মহিলা ফুটবল প্রদর্শনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা একাদশ ভারতীয় একাদশকে ৪-৩ গোলে পরাজিত করেন।

ধুলিয়ান : গত ২৬ আগষ্ট সকালে রতনপুর বি ডি ও অফিস মাঠে অগ্রদূত ক্লাবের পরিচালনায় একদিনের প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় ১৬টি দল অংশ নেন। নজরুল স্মৃতি সংঘ সংগ্রাম সংঘকে পরাজিত করে শীল্ড লাভ করেন।

জন্মাষ্টমী মহোৎসব উদযাপন

ধুলিয়ান : গত ১৯ আগষ্ট ধুলিয়ান হিন্দু মিলন মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে এক মহতি ধর্ম সভার আয়োজন করা হয়। এই ধর্ম সম্মেলনের প্রধান অতিথি ও বক্তা বিশ্বনাথ মহারাজ বলেন—দলাদলিতে আজ দেশের সংস্কৃতি বিপন্ন। দেশ আজ খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার মুখে। দেশের এ হেন পরিস্থিতিতে তিনি মহাপ্রভুর বাণী ঘরে ঘরে পৌছে দেবার জন্য আহ্বান জানান।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

ধুলিয়ান : গত ২০ আগষ্ট সমসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কামাত গ্রামের ইসমাইল মহলদারের বাড়ীতে রাত্রি প্রায় ১২টা নাগাদ ডাকাতি হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রায় ২৫/৩০ জন দুর্বৃত্ত প্রথমে পর পর কয়েকটি বোমা ফাটায় তারপর বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে গৃহস্বামী ইসমাইল মহালদার ও তার পুত্র বাবুল মহালদারকে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করে। নগদ অর্থ, সোনার গহনা, থালা, কলসী ও কয়েক বস্তা চাল নিয়ে সরে পড়ে। এ ঘটনায় এখনও কেউ ধরা পড়েনি। গ্রামবাসীরা নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের দাবী জানিয়েছেন।

ই ডি কনভেনসন

সাগরদীঘি : নিজস্ব সংবাদদাতা—সারা-ভারত ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের ই ডি সহ ৩য় শ্রেণী ও ৪র্থ শ্রেণীর মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা মনিগ্রাম জুনিয়ার হাইস্কুলে ২৬ আগষ্ট এক কনভেনসনের আয়োজন করেন। জেলা সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস প্রথমে কার্য্যকরী কমিটির এক সভা সম্পন্ন করেন। পরে মনিগ্রাম জুনিয়র হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে ই ডি দের সভা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দু'শ জন ডাকবিভাগের কর্মী যোগদান করেন। তাঁদের বিভিন্ন দাবী পূরণ না হলে ৩১শে আগষ্ট বেতন বয়কট ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ডাক বিভাগে কর্ত্তাদের কাছে অবস্থান এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রতীক ধর্ম্মঘট করবেন বলে ঘোষণা করেন।

ছাপাখানা বিক্রয়
একটি চালু প্রেস বিক্রয় হইবে।
যোগাযোগ করুন।
লিপিকা প্রেস
রামপুরহাট, (বীরভূম)

দুর্গাপুর সিমেণ্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেণ্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

বিক্ষোভ মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ ৪ সেপ্টেম্বর : গত ৩ সেপ্টেম্বর মহকুমা ন্যাশানালিষ্ট ফোরামের সমর্থনে ষ্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের নেতৃত্বে সরকারী কর্মচারীদের এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক হাবিবুর রহমান, মহঃ সোহরাব, কমল ত্রিবেদী , বিজয় মুখার্জী ও মহঃ বদিউজ্জমান। তাঁদের বক্তব্যে ৪ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনগুলোর অফিসে ধর্মঘট ডাকা, পঃবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি, ১০ কিস্তি মহার্ঘ্যভাতা প্রদান এবং কর্মচারীদের উপর হামলা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

শারদীয়া
জঙ্গিপুর সংবাদ, ১৩৯১

অন্যবারের মতো এবারও প্রথিতযশা লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে।

এবারের বিশেষ আকর্ষন—
একটি সুবৃহৎ নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস লেখার মুন্সীয়ানায় লেখকের পরিচয় পাবেন।

গল্প লিখেছেন : মহাশ্বেতা দেবী

মূল্য ৩·০০ ॥ গ্রাহকদের জন্য ২·৫০

[অবিলম্বে গ্রাহকদের টাকা জমা দিতে অনুরোধ জানান হচ্ছে।]

নির্ব্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

কোন নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের নির্ব্বাচন তালিকায় কোন ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত না হলে অথবা ঐ তালিকায় কোন সংশোধনের প্রয়োজন হলে তিনি ১৯৬০ সালের নির্ব্বাচক নিবন্ধক নিয়মাবলীর ২৬ নং নিয়মের সঙ্গে পঠিতব্য ১৯৫০ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ২২ ও ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ঐ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের নির্ব্বাচন তালিকা সংশোধনের/অন্তর্ভুক্তির জন্য যথাক্রমে ৬, ৮, ৮এ ও ৮বি নং নিদর্শে সংশ্লিষ্ট নির্ব্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের নিকট আবেদন করতে পাবেন উপরিউক্ত প্রতিটি আবেদন পত্রই যথাযথ নিদর্শে ২ প্রস্থ করতে হবে এবং ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প অথবা সরকারী ট্রেজারী মাধ্যমে ১০ (দশ পয়সা) ফি দিতে হবে।

২। প্রতিটি আবেদন পত্রের সঙ্গে একটি ঘোষণা পত্র যুক্ত করতে হবে তাতে আবেদনকারী কেন বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময়ে এবং অথবা দাবী ও আপত্তি পেশ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত সুযোগের সদব্যবহার কোরতে পারেননি তার কারণ দেখাবেন।

৩। ১৯৫০ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনে নির্ব্বাচন তালিকা নিবন্ধনের পক্ষে অযোগ্যতা এবং কোন ব্যক্তির একাধিক নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে বা কোন নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে একাধিক বার নিবন্ধনের নিষেধ সম্পর্কে যে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী রয়েছে তৎসাপেক্ষে

ক) ভারতের নাগরিক,

খ) ১/১/৮৪ তারিখে ন্যূনপক্ষে ২১ বৎসর বয়স্ক এবং

গ) সাধারণভাবে কোন নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের বাসিন্দা এই রূপ প্রতি ব্যক্তি ঐ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের তালিকায় নিবন্ধভুক্ত হতে পারেন।

৪। যে সমস্ত ব্যক্তি উপোরোক্ত আবেদন করতে ইচ্ছুক তাদের দরখাস্ত করার শেষ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে অবিলম্বে যথাযথ ভাবে আবেদন করতে অনুরোধ করা যায়।

৫। ১৯৮৪ সালের নির্ব্বাচক নিবন্ধন তালিকা সংশ্লিষ্ট নির্ব্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের অফিসে দেখতে পাওয়া যাবে। এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট নির্ব্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের অফিসে পাওয়া যাবে।

জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

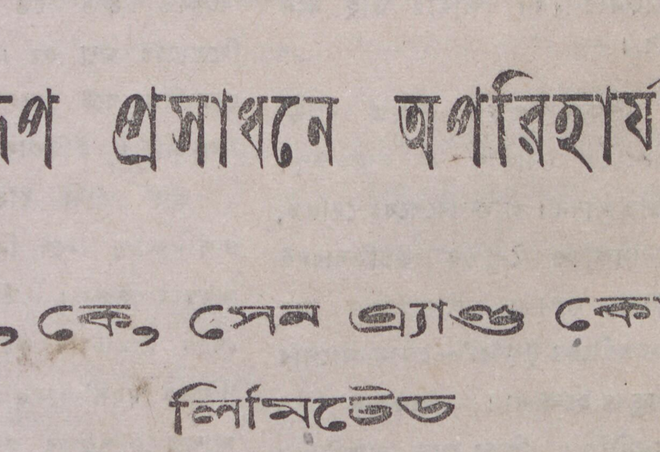

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন—৭৪২২২৫) পাণ্ডত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।